প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেন এম.পি. এর সাথে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর নব-নির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদের সৌজন্য সাক্ষাতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোঃ সবুর খান এর বক্তব্য। তারিখ ঃ ১৬ এপ্রিল, ২০১৩ ইং।

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম,

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেন এম.পি.;
ঢাকা চেম্বারে আমার সহকর্মীবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম,

মাননীয় মন্ত্রী,

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর পরিচালনা পর্ষদের সাথে শত ব্যস্ততার মাঝেও সৌজন্য সাক্ষাতের সময় দানের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বর্তমান বিশ্বায়িত অর্থনীতিতে প্রবাসী বাংলাদেশীদের অবদান ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এ ক্ষেত্রে আপনার মন্ত্রণালয়ের গুরুত্ব অপরিসীম।

মাননীয় মন্ত্রী,

বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে বেসরকারি খাত সরকারের সাথে একত্রে কাজ করছে। এ রূপকল্প বাস্তবায়নে জিডিপিতে উৎপাদন খাতের অবদান বর্তমানের ২৬ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ৪০ শতাংশে উন্নীতকরণ এবং জিডিপি প্রবৃদ্ধি ডাবল ডিজিটে উন্নীতকরণ প্রয়োজন। তাছাড়া ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী আরো নতুন ১,২০,০০০ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প গড়ে তুলতে হবে এবং আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে ৬১.৬ মিলিয়ন কর্মসংস্থান তৈরির লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এসব লক্ষ্য অর্জনে ব্যবসা-বাণিজ্যের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এ বছর ঢাকা চেম্বার অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি **"এনআরবি ফর পজিশনিং বাংলাদেশ" নামে একটি সম্মেলন এবং ২,০০০ নতুন উদ্যোক্তা তৈরীর জন্য একটি সম্মেলন আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।**

"এনআরবি ফর পজিশনিং বাংলাদেশ" সম্মেলন আয়োজন ঃ প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স এখন আমাদের অর্থনীতির অন্যতম ভরসা হয়ে উঠেছে। রেমিট্যান্স প্রবাহের দিক দিয়ে বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বে সপ্তম এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। এছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমাদের এনআরবি ব্যবসায়ীরা খুবই সফলভাবে তাদের ব্যবসা পরিচালনা করছেন। শুধু তাই নয়, তারা বিদেশে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগও করছেন। এ সকল বিনিয়োগকারী তাদের বিনিয়োগ এবং ব্যবসায়ীক সফলতার মাধ্যমে অনেক উদাহরণ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। প্রবাসী বাংলাদেশীগণ বর্তমানে শুধুমাত্র তাদের পারিবারিক প্রয়োজনে দেশে অর্থ প্রেরণ করে থাকেন।

সম্প্রতি আমরা লক্ষ্য করছি যে, অনেক এনআরবি বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করছে, এমনকি মানসিক প্রস্তুতিও গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে ঢাকা চেম্বার থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রবাসী বাংলাদেশী কর্তৃক সর্বোচ্চ রেমিটেন্স প্রেরণকারীদের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর মহোদয়কে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে।

ঢাকা চেম্বার মনে করে বিদেশে এনআরবি কর্তৃক সর্বোচ্চ কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি প্রদান করা যেতে পারে। যে সব প্রতিষ্ঠান বিদেশে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বাংলাদেশীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে সেসব প্রতিষ্ঠানকে সার্টিফিকেট প্রদানের মাধ্যমে স্বীকৃতি প্রদান করা প্রয়োজন। ঢাকা চেম্বার ইতোমধ্যে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ সরকারের নিকট থেকে সিআইপি মর্যাদা প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

ঢাকা চেম্বার বিদেশি বিনিয়োগকারী এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিমানবন্দরে বিশেষ সার্ভিস প্রদানের জন্য সরকারের নিকট প্রস্তাবনা পেশ করেছে। এছাড়া ডিসিসিআই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বাংলাদেশী মিশনগুলোতে বেসরকারীখাত থেকে কিছু সংখ্যক লোক নিয়োগের প্রস্তাব করেছে। যাদের মূল কাজ হবে প্রবাসী বাংলাদেশী উদ্যোক্তাদের নানাবিধ তথ্য প্রদানের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা।

এনআরবিগণের জীবন বাজী রেখে পরিশ্রম করে উপার্জিত অর্থ দেশীয় শিল্পের বিকাশ এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে কাজে না লাগানোর ফলে ক্রমান্বয়ে হতাশায় নিমজ্জিত হচ্ছে পুরো জাতি। তাই প্রবাসী বাংলাদেশীদের আমাদের দেশে বিনিয়োগে আকৃষ্টকরণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে। এ লক্ষ্যে ঢাকা চেম্বার আগামী সেপ্টেম্বর, ২০১৩ তে "এনআরবি ফর পজিশনিং বাংলাদেশ" নামে একটি সম্মেলন আয়োজনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে।

এ সম্মেলন আয়োজনকে সামনে রেখে ঢাকা চেম্বারের ১৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দল আগামী ২২-২৮ এপ্রিল, ২০১৩-এ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ যেমন, কাতার, আবুধাবি, দুবাই এবং বাহরাইন সফর করবেন। সফরকালে এসব অঞ্চলের চেম্বার, বাংলাদেশের বিভিন্ন মিশন এবং অনিবাসী বাংলাদেশীদের সাথে বিভিন্ন আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। এ ব্যাপারে আপনার দিক্ নির্দেশনা প্রত্যাশা করছি।

"এনআরবি ফর পজিশনিং বাংলাদেশ" সম্মেলন আয়োজনে আপনার সদয় উপস্থিতি এবং সহযোগিতা কামনা করছি। এ উপলক্ষ্যে একটি ধারনাপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে তাতে এনআরবিদের আরও অধিক হারে সম্পৃক্তকরণের জন্য নিম্নোক্ত ১১টি খাত চিহ্নিত করা হয়েছে ঃ

১। **আইটি এবং আইটিইএস** ঃ তথ্য প্রযুক্তির বিশ্ব বাজারে আইটি, আইটিইএস, ডাটা এন্ট্রি এবং আউটসোর্সিং - এ বাংলাদেশ একটি অমিত সম্ভাবনাময় দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

২। **হোটেল এবং পর্যটন** ঃ ভৌগলিক অবস্থান, পরিবেশ এবং বাংলাদেশের মানুষের আন্তরিকতা ও অকৃত্রিম আতিথেয়তা এ দেশে পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে।

৩। **খাবার ব্যবসা (মূলতঃ মিষ্টি, রসগোল্লা ও চকোলেট)** ঃ দক্ষিণ এশিয়ার চকোলেট, রসগোল্লা, মিষ্টি আজ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বেশ সমাদৃত এবং দিন দিন এর চাহিদাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ।

৪। **ঔষধের দোকান** ঃ ঔষধ শিল্প বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি উচ্চ প্রযুক্তির সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের ঔষধ শিল্প-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহ অত্যন্ত সফলতার সাথে বিশ্বের ৭৯ টি দেশে একটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্টস (এপিআই) এবং থেরাপিউটিক শ্রেণীর ঔষধ রপ্তানী করছে।

৫। **যান্ত্রিক প্রযুক্তি এবং মেরামত ওয়ার্কশপ** ঃ বাংলাদেশে অগনিত ছোট ছোট ওয়ার্কশপের দেখা মিলবে যেখানে বিভিন্ন প্রকারের মোটর যন্ত্রাংশ ঝালাই ও মেরামতের কাজ করা হয় এবং যা মূলতঃ তিন প্রকারের কাজকে ঘিরে আবর্তিত হয় যথা ঃ সম্পূর্ণ যান্ত্রিক কাঠামো তৈরী, খুচরা যন্ত্রাংশ তৈরী এবং পুরনো, অকেজো যন্ত্র, গাড়ী এবং মোটরচালিত যানের ঝালাই কার্য সম্পাদন।

৬। **বিক্রয় ও বিপণন** ঃ বাংলাদেশের বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কৃষিজাত পণ্যের প্রতিষ্ঠান স্থানীয় কৃষকদের দ্বারা উৎপাদিত পণ্য বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত দেশে বিক্রয় ও বিপণন এর মাধ্যমে ব্যাপক চাহিদা তৈরী করেছে।

৭। **টেইলারিং এবং ড্রেস মেকিং** ঃ সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে বেশ কিছু আন্তর্জাতিক মানের টেইলারিং এবং ড্রেস মেকিং খাত গড়ে উঠায় বিশ্ব বাজারে এর সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে এ খাতের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব।

৮। **হস্তশিল্প** ঃ উন্নত বিশ্বে বাংলাদেশের হস্তশিল্পের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় এ খাতে সৃজনশীল, দক্ষ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে। ফলে এখন বাংলাদেশের হস্তশিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ আরো অনন্য বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন এবং সৃজনশীল হস্তশিল্প বর্হিবিশ্বে রপ্তানি করছে।

৯। **মোটর ড্রাইভিং** ঃ এ দেশের মোটর চালকরা বর্হিবিশ্বে নিজেদের দক্ষ এবং নিবেদিত চালক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছে। বাংলাদেশের মোটর চালকদের এ খাতে আরো বেশী সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে এ সম্ভাবনাকে পূর্ণাঙ্গভাবে কাজে লাগানো সম্ভব।

১০। **নিরাপত্তা প্রহরী এবং পর্যবেক্ষন সার্ভিসেস** ঃ নিরাপত্তা প্রহরী এবং পর্যবেক্ষন সার্ভিসেস-এর ব্যাপক চাহিদা থাকার ফলে এখাতে জনশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রে যে সুযোগ রয়েছে তা কাজে লাগাতে হবে। নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যবসা সম্পর্কে অনেকে এখনও অবহিত নয়, তাই আমরা যদি এ সুযোগকে কাজে লাগাতে পারি তাহলে এটি আমাদের অর্থনীতির জন্য বিশাল সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত করবে। প্রবাসী বাংলাদেশীর এ দেশের ব্যবসায়ীদের সাথে নিয়ে এখাতের জন্য জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করতে পারি।

১১। **ক্লিনিং অ্যান্ড মেইনট্যানেন্স সার্ভিস** ঃ ক্লিনিং, হাউসকিপিং অ্যান্ড মেইনট্যানেন্স সার্ভিস খাতে কিছু বাংলাদেশী কোম্পানী ইতোমধ্যে দক্ষতার সাথে ভোক্তাদের সর্বোচ্চ সেবা প্রদান করছে। বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের সাথে প্রবাসী উদ্যোক্তারা এখাতে যৌথ বিনিয়োগ করতে পারে অথবা নিজেদের দক্ষতা কাজে লগিয়ে সারা বিশ্বে এখাতে ব্যবসা পরিচালনায় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

২,০০০ নতুন উদ্যোক্তা তৈরীর সম্মেলন আয়োজন ঃ অনেক ব্যবসায়ী হতাশার কারণে দেশে তাদের ব্যবসা বন্ধ করে অন্য দেশে পাড়ি জমিয়েছে, এতে কর্মসংস্থানের উপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও বিশ্বে বাংলাদেশের নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে নেতিবাচক নজির রয়েছে। **যুক্তরাজ্য ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ রিসার্চ এসোসিয়েশন (জিইআরএ) এর তথ্যানুসারে বাংলাদেশে তরুন উদ্যোক্তা হিসেবে ব্যবসা শুরু করার ক্ষেত্রে তাদের ৭২ শতাংশ মনে করে তারা ব্যর্থ হবে।** ব্যবসা এবং বিনিয়োগে ঝুঁকিপূর্ণ মনে করে বাংলাদেশে অধিকাংশ লোক অনেকটা হতাশাগ্রস্ত হয়ে তাদের জমানো অর্থ জমি ক্রয়, ইমারত নির্মাণসহ বিভিন্ন অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় করছে। ফলে আমাদের জমির মূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ না হওয়ায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি সম্ভব হচ্ছে না। **আমরা মনে করি উৎপাদনশীলখাতে নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমেই ঘরে ঘরে চাকুরী প্রদানের লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে।**

আপনি জেনে খুশি হবেন যে, এ বিষয়টি অনুধাবন করে ঢাকা চেম্বার ২,০০০ নতুন উদ্যোক্তা তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং এ লক্ষ্যে আগামী অক্টোবর, ২০১৩ তে নতুন উদ্যোক্তা তৈরীর জন্য একটি সম্মেলন আয়োজন করা হবে। ঢাকা চেম্বারের এ উদ্যোগ বর্তমান সরকারের নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। এ বিষয়ে আপনার প্রাজ্ঞ দিক্ নির্দেশনা প্রত্যাশা করছি।

ঢাকা চেম্বারে "ডিসিসিআই হেল্প ডেস্ক" স্থাপনঃ ঢাকা চেম্বার বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ৬৪টি চেম্বার ও এসোসিয়েশনের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছিল। এ সকল স্মারক কার্যকর করে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধির উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ঢাকা চেম্বারে জাপানে অবস্থিত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও বাংলাদেশে অবস্থিত জাপানের রাষ্ট্রদূত এবং শ্রীলংকায় অবস্থিত বাংলাদেশের হাই কমিশনার ও

বাংলাদেশে অবস্থিত শ্রীলংকার হাই কমিশনারের সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে। এসব আলোচনায় ব্যাপক সাড়া পাওয়া গিয়েছে। **দেশে ব্যাপক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে নতুন উদ্যোক্তা তৈরীর মাধ্যমে "নতুন বাংলাদেশ" গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়কে সামনে নিয়ে ঢাকা চেম্বারে "ডিসিসিআই হেল্প ডেস্ক" নামে ব্যবসায় ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহের উদ্দেশ্যে একটি ওয়ান স্টপ সেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে**। এই হেল্প ডেস্ক এর মাধ্যমে এনআরবিসহ দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকারীদের সঠিক নির্দেশনা প্রদান করা হবে।

ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদ-কে সময় দিয়ে আজকের এ ফলপ্রসূ সভা অনুষ্ঠানের জন্য আপনাকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে এবং বরাবরের মত ঢাকা চেম্বারের সহযোগিতার ব্যাপারে আপনাকে আশ্বস্ত করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

আল্লাহ হাফেজ

মোঃ সবুর খান
সভাপতি,

১৬ এপ্রিল, ২০১৩।